কালাপানি

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ
বা
হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা।

স্টার থিয়েটারে অভিনীত।

(১১ই পৌষ, সন ১২৯৯।)
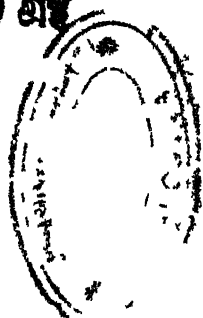
কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত
ও
প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

তালিকা।

দুলালচাঁদ	কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য যুবক।
সাধুরাম, মাখনলাল	দুলালচাঁদের সহচর।
তিনকড়ি	ঐ প্রতিবেশী।
পণ্ডিতজী	ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিত।

দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বালকবালিকাগণ, পাকমারা ও তাহার পত্নী, বিলাতযাত্রিগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ও সাহেববিবিগণ।

নিস্তারিণী	দুলালচাঁদের ভগ্নী।

মেজ-বৌ।

ন-বৌ।

কাঁসারিপিসী।

নাপ্‌তিনী।
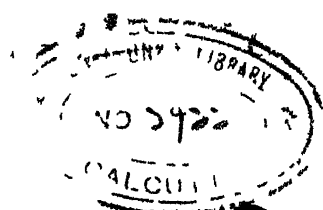
কালাপানি

বা

হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—উদ্যান।

নারীগণ।

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন।
হিঁদুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন॥
যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট, আগে দেবে হরির লুট,
ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন।
না ক'রে গো গঙ্গাস্নান, করেননাকো ব্রাণ্ডি পান,
নেশা হলে হরি বলে কেঁদে অচেতন॥
পাছে সক্‌ড়ি লাগে হাতে, তাই চাম্‌চে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে, ধর্ম্ম শুতে, ধর্ম্মতলায় মন।
পাখী যদি রাম নাম ধরে, মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে দেন উদরে বলে নারায়ণ ;-
(আবার) শালিক শকুন ... কভু এমনি কা...

প্রথম দৃশ্য।

দুলালবাবুর বৈঠকখানার ছাদ।

(দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলাল।)

দুলাল। বটে বটে, বাধা দিচ্ছে, বাধা দিচ্ছে, আমার কাজের উপর কথা; বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্রে সই করবে না? সে কত বড় তর্কচূড়ামণি আমি দেখে নিচ্ছি। সাধুরাম বাবু! আজই নোটীশ লিখে দেবেন তো, যেন তিনদিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যায়।

সাধু। আজ্ঞে ঠিক ঠাউরেছেন, এ নোটীশ দেওয়াই উচিত; তবে একটা কথা হচ্ছে, দেওয়ানজীর মুখে শুনেছিলাম যে তর্কচূড়ামণিদের ওখানে তিনপুরুষ বাস, বন কেটে টোল বসান, তিন দিনের নোটীশ (Illegal) ইলিগ্যাল হবে, আদালতে মঞ্জুর হবে না, নিদেন পনর দিনের (Time) টাইম দিতে হবে।

মাখন। এ বড় বেজায় আইন, সা'র জমী সে মনে করলে যখনই ইচ্ছা কেড়ে নিতে পারবে না! ইচ্ছা করলে যদি না রেয়তকে উদ্বাস্তু করতে পারা যায়, তবে আর রাজা প্রজা সম্পর্কটা রইল কি?

দুলাল। মাখন বাবু, তবে আর আমি বিলাত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছি কেন? এখানকার সাহেবদের তো কোন মতে বুঝাতেও পারাগেল না, বাগাতেও পারাগেল না; এক-[illegible]াতে যেতে পারলে, ষষ্ঠীবাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেক্-[illegible]াব, আর বিলাতি সাহেবদের হাত করে, এখানকার [illegible]করার কাজটা নিজের হাতে নেব, তা'হ'লে ঝাঁ ঝাঁ

করে, কুসংস্কারমূলক যত বদ আইন আছে, সব রদ্ করে ফেলব, একবার একটু চেপে যাওনা, সাগরটা পার হই। তা যা'ক—সাধুবাবু, যত কম মেয়াদই আইনমত হয়, তাই লিখে আজই নোটীশটা দেওয়া চাই।

সাধু। তা বেশ, আমি কোর্টে গিয়েই নোটীশ লিখে দেব।

মাখন। একটা কথা বলছিলেম কি দুলালচাঁদ বাবু, তর্ক-চূড়ামণির দরুন যায়গাটা খালি হ'লে আমার হাতে একটী প্রজা আছে, আমার প্রেস্‌ম্যানের ভাই, একটী হোটেল করতে চায়, ও অঞ্চল হ'লেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যায়রাম শ্যায়রাম নিত্যি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থা মতে সুরুয়া. খেতেই হয়, জিনিষটা ঠিক পাওয়া যাবে; বিশেষ সে এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়া করে দেবে, কেরোসিনের বাতি জ্বালাবে না, কয়লার জ্বাল ব্যবহার করবে না, খাঁটি হিন্দুমতে বোক্‌নোয় করে গঙ্গাজলে ফাউলকারি তৈয়ের করবে।

দুলাল। বেশ, সে যদি হিন্দুমতে ইংরাজি হোটেল করে, তা'হ'লে সে তো একজন দেশহিতৈষী, তাকে যায়গা দেওয়া তো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।

মাখন। দেখেছ, দেখেছ সাধুবাবু, দুলালচাঁদ বাবুর (Duty) ডিউটী বোধটা একবার দেখেছ, কি (Uprightment) আপ্‌রাইট্‌মেণ্ট, কি (Straightforwardity) ষ্ট্রেট্‌ফর্‌ওয়াৰ্ডিটী ; এরি নাম (Moral class book courage) মরাল্ ক্লাস বুক্ করেজ্, এরেই বলে (Spirit) স্পিরিট্, এরেই বলে (Alcohol) অ্যাল্‌কোহল্।

দুলাল। এই নাও, মাখনবাবু আবার কতকগুলো বাজে

বকা আরম্ভ কল্লে; দে'খ এই নিয়ে যেন তোমার কাগজে একটা (Article) আর্টিকিল্ লিখে বসো না।

মাখন। দেখুন ছুলালচাঁদ বাবু, লোকে যা বলে বলুক, আমি কারুর খোসামোদ করিনে, কাগজওয়ালাদের মধ্যে অর্থাৎ (Editorial Fatality) এডিটোরিয়াল্ ফেটালিটীর মধ্যে আমার মত (Braverousness) ব্রেভারাস্নেস্ খুব কম এডিটরের আছে, এ কথা আমি জাঁক্ করে বলতে পারি; আপনি যখন সুখ্যাতির কাজ করেন, তখন তা (As an Editor) অ্যাজ্ অ্যান্ এডিটর্, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য (Interjective duty) ইণ্টার্ জেক্টিভ্ ডিউটি মনে করে লিখি। আপনি বড় লোক বলে আপনাকে ভয় করে আমি যখন (Right) রাইট্ বুঝ্‌ব, তখন যে আপনার সুখ্যাতি লিখ্‌তে ছাড়ব, তা (Don't do in your mind) ডোণ্ট ডু ইন্ ইওর্ মাইণ্ড, কখনই মনে করবেন না।

ছুলাল। তা বলে সে বিষয়টা আমি অত গোপন রাখবার চেষ্টা কল্লেম, আর তোমার ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেওয়াটা কি ভাল হয়েছে?

মাখন। (What property) হোয়াট্ প্রপারটী, কোন্ বিষয়?

ছুলাল। সেই যে, একটী বিধবাকে আমি লুকিয়ে ফণ্ড থেকে পাঁচটী টাকা দান কল্লেম, তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই করে মানা করে দিয়েছি, যেন এ কথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে? শুধু তাই নয়, আবার তাতে আমার নামের আগে মহারাজ পর্য্যন্ত যুড়ে দিয়েছিলে।

মাখন। সে কাজটা আমার নয়, (Printer's Devil) প্রিন্টার্স ডেভিল্, ছাপাখানার ভূতের; ভূতে যদি আপনাকে মহারাজ বলে, আমি তার জন্য দায়ী নয়, আমি অগন (Flattery) ফ্লাটারী নই, আমায় খোসামুদে বলবার যো নাই।

সাধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কাগজে কেউ ওঁর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; ইংরাজি কাগজে কে কোথায় সব (Correspondence) করেস্‌পণ্ডেন্স লেখে, উনি আমারেই ধরে বসেন; ও (Truth) ট্রুথও আমি, (One disinterested) ওয়ান্ ডিস্‌ইন্টারেষ্টেডও আমি, (Veritus) ভেরিটস্‌ও আমি, (Pro Bono Publico) প্রো বোনো পব্লিকও আমি; যেন আমি ছাড়া আর কেউ ইংরাজি লিখতে জানেনা; কার মুখ আপনি বন্ধ করবেন, আপনি দেশের জন্য যে রকম লেগেছেন, তা'তে ভারতমাতা একবারে থরহরি কম্প, চারিদিকে যশের জগঝম্প বাজছে, চেপে রাখবার যো কি।

মাখন। বলুন, এই যে মহা মহা পণ্ডিতেরা হিঁদুমতে সাহেব হওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছে, তাও আপনার খোসামোদ করে?

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। হ্যা বাবা, তোমরা নাকি সব বিলাত যাবে ঠিক করেছ?

দুলাল। ঠিক কি তিনুমামা! এই চল্লেম আর কি, তবে আমরা যা'র তা'র মত যাচ্ছিনে, আমরা আসল হিন্দুমতে বিলাতে যাব।

তিন। তা যাবে বৈকি বাবা, যাবে বৈকি। তোমরা কি

বাবা যে সে ছেলে, একটা কিছু বিদ্‌খুটে রকম করবেই করবে তা আমি জানি ; তা বাবা, এ শাস্ত্রমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

দুলাল। তা আর হয়নি, বড় বড় পণ্ডিতেরা সব পুথি বেছে বেছে ব্যবস্থা দিয়েছে।

তিন। কি যোগাড়, কি যোগাড় ! হ্যা বাবা, তা কত খরচ পড়লো ?

মাখন। কিসের খরচ ?

তিন। এই ব্যবস্থা নেবার আর কিসের।

দুলাল। ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যবস্থার খরচ ! সে-সে-সে-সে আবার কি ?

তিন। এই দক্ষিণে গো দক্ষিণে, যাকে এখন ফি বলে, এই যেমন উকীলকে ফি দিয়ে ওপিনিয়ন নেয়, তেমনি ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যবস্থা নেবার ফি চাই তো ?

সাধু। তিনুমামার সকল কথায় ঠাট্টা।

তিন। না বাবা ঠাট্টা নয়, আমারও এইখানে একটু গরজ আছে ; জান তো আমার ভাঁড়ে-মা-ভবানী, মোটা দক্ষিণে টক্ষিণে ঝাড়বার যোত্র নাই, তোমাদের ঐ বিলাতের ব্যবস্থার উপর একটা ফাউ ব্যবস্থা আমায় দিইয়ে যাওনা বাবা।

দুলাল। তোমার আবার কিসের ব্যবস্থা চাই, গাঁজার নাকি ?

তিন। না না, সে তো সকল ব্যবস্থার গোড়াতেই আছে ; আমার এই বোষ্টুমীমতে পাঁঠা খাবার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাও। গোঁসাইয়ের সেবক হয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি, জগতের মহা সুখাদ্য পাঁঠা-কুল-তিলককে আমি উদরস্থ করতে পাইনা।

দুলাল। দূর পাগল তাকি হয়।

তিন। কেন বাবা, হিঁদুমতে সাহেব হওয়া যায়, আর বোষ্টুমীমতে পাঁঠা খাওয়া যায় না? আমি দিব্বি মোটা মোটা তুলসীগাছ কেটে হাড়িকাঠ তৈয়ের করবো, বলিদানের বদলে অজরাজকে বানিয়ে নেব।

দুলাল। যাও যাও মামা, এ সব (Serious) সিরিয়স্ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করোনা। গাঁজাখোর বামুন, শাস্ত্র ফাস্ত্র জাননা, মিছে বক কেন? বেদে কি লেখা আছ জান?

তিন। খুব জানি, স্পষ্ট লেখা আছে, যে বিলাতে না গেলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রহ্মাঠাকুর ব্যবস্থা লিখেই নিজে যাবার জন্য জাহাজ যুতেছিলেন, তারপর যখন বাবা শুনলেন, বিলাতে গাঁজার তেমন সুবিধা নাই, তখন যাত্রা রহিত কল্লেন।

মাখন। বেদ না জান, মহাভারত তো পড়েছ, মহাভারতের ভিতর সমুদ্রযাত্রার ঢের প্রমাণ আছে, মহাভারত মানবো না?

তিন। মানবে বৈকি যাদু, মানবে না মাখনলাল! কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচটী পতির কথা আছে, আর তাঁর শ্বশুরদেরও জন্মের বিষয় কি কি সব লেখা আছে, সেটার বিষয় কি রকম ঠাওরাচ্ছ?

মাখন। ও সব মিছে কথা।

তিন। মিছে কথা কেন বাবা? গোপিনী-হরণটীর বেলা মেনে নেবে, আর গোবর্দ্ধন ধারণের বেলা পেছোবে? গরজ বুঝে শাস্ত্রের একটা কথা সত্যি একটা কথা মিথ্যে।

মাখন। কি জান তিনুমামা—

দুলাল। মাখনবাবু তুমি থাম, আমি বলছি, গাঁজা খেয়ে

তিনুমামা সব ভুলে টুলে গেছে, ও শাস্ত্র টাস্ত্র এখন বুঝবে না, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বেদ টেদের যে সব (Translation) ট্রান্স-লেসন্ হয়েছে, সে সব ওঁর তত দেখা শুনা নাই; আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি ঠিক হিঁদুমতে বিলাত যাওয়া যায় তাতে দোষ কি?

তিন। কি রকম, নামাবলীর পেণ্ট্‌লেন্ পরে?

দুলাল। ঠাট্টা রাখ, মনে কর যদি আলাদা জাহাজ ভাড়া করে, সঙ্গে বামন, হিঁদু চাকর টাকর, খাবার টাবার সবই নিয়ে লোকে বিলাত যায়, তা'হ'লে?

তিন। তা'হ'লে যখন সাত মণ তেলও পুড়বে, রাধাও তখন সেঁইয়া মেরি করে আসরে নাব্‌বেন; কিন্তু বাবা অত পয়সা কার আছে? আমাদের অনেকেরই যে গঙ্গা পার হবার আধলার অকুলন।

দুলাল। কি, আমি মনে করলে এখনই ঐ রকম করে বিলাত যেতে পারি, দেখি কে আপত্তি করে।

তিন। বিলাত কেন বাবা, তুমি মনে কল্লে উচ্ছন্ন পর্য্যন্ত যেতে পার যে, তার উপর কথা কবে এমন কার বাবার মাথার উপর মাথা আছে; কিন্তু সকলের তো আর তোমার মতন আট্‌কে বাঁধা নাই?

সাধু। সমুদ্রযাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না।

তিন। ভারতবর্ষের ভিতর বোধহয় বরানগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ, সকলগুলিই ম'শায়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত।

সাধু। ভারতবর্ষে আবার দেখবার আছে কি? ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ; এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি।

তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য তো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে?

মাখন। যখন বিলাত থেকে ভারত উদ্ধার করে ফিরে আসবো তখন টের পাবে কি পিণ্ডি কার পাদপদ্মে দিয়েছি স্বাধীনতা কাকে বলে তাতো জাননা? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ; এই যে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পায়না; দেখদেখি তার একটা উপায় করে আসতে পারি কি না?

তিন। এ কথার আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে।

দুলাল। আচ্ছা রেখে দাও, চাকরীকে নাই স্বাধীনতা বল্লে; যদি জাহাজে করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আমেরিকা, এ সব জায়গায় না যাওয়া যায়, তা' হ'লে বাণিজ্যের উন্নতি করা যাবে কি প্রকারে? বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হ'তে পারে না।

তিন। দেশে যে বাবা এমন কিছু বাণিজ্যের ফ্যালাও করে বসেছ, তাতো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে; উন্নতি তো পরে করবে, সুরুটা এখান থেকে করে নমুনা দেখাওনা কেন? এই যে পুরুষানুক্রমে রেয়তের রক্ত, হাণ্ডনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কচ্ছো, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্তও তো বন্ধ করা হয়েছে।

উভয়ে। Hear! Hear!

তিন। জমিয়েছ তো বিস্তর, কিছু ভাঙ্গিয়ে কেন ব্যবসা বাণিজ্য করনা; তিসি ভুষি ঘাঁটা অসভ্যতা হয়, কে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ করেছে বাবা, কলকজ্জা করনা; বিলাত থেকে, মার্কিন থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি কাঁচির কল আনাও; আপাততঃ না হয় ইংরাজ চাকর রেখে চালাও, ক্রমে শিখে নিও।

মাখন। সাহেবের কাছে শেখা!

সাধু। Never! Never!

তিন। হালফিলই বা কোন্ কম্পাস ধরে জাহাজ চালাতে পাচ্ছ, সেও তো গোরা কাপ্তেনকে মুরুব্বি ধরতে হবে; আাং-বোটদেরই বা একেবারে কালাপানির জল খাইয়ে শ্রীমন্ত সওদা-গর না হয় নাই সাজালে? তোমার নবরত্নে তো আট্‌কুটের অভাব নাই, জাহাজে চড়িয়ে তাঁদের বাণিজ্য করাতে তো বিস্তর খরচ পড়বে; আপাততঃ দু-একশ টাকা দাদন দিয়ে পান্সী করে বৈগুবাটীর হাটে পাঠিয়ে দাও দেখি, সেখান থেকে কাহন দশ-কাহন বেগুণ, দশ বিশ কাঁদি কলা পাঠিয়ে কেমন কেরামতি দেখান দেখা যা'ক; দশ বিশ টাকার চাকরীর উমেদারীতেও তো ঘোরেন, এতেই বা কোন্ তা না পোষাবে।

মাখন। কি চাষাভূষোর কাজ করবো? পোস্তার আলু বেগুণওয়ালা হ'ব? (Down-right degradation) ডাউন্-রাইট্ ডিগ্রেডেসন্।

তিন। না (Upright elevation) অপরাইট্ এলিভেসন চাই; একেবারে এণ্ড কোং না হ'লে আর চলছে না? শাদা কথা বলনা বাবা, সাহেব হতেই হবে; তবে মেয়েটা আসটার

বিয়েও আছে, পুঁক্তি ভোজনের লুচি খাবার লোভও ছাড়তে পাচ্ছনা, তাই এই শাস্ত্র বাণিজ্য হ্যান্ ত্যান্ একটা ঢং তুলেছ। বাবা, আমাদের এই বাবুদের বিদ্যাবুদ্ধি সব বুঝে নেওয়া গেছে, "দাসত্বং পরাবেদা, দাসত্বং পরাক্ষরা, দাসত্বং পরামুক্তি, দাসত্বং পরা-গতিঃ"। এই তো হ'ল তোমাদের ইষ্টমন্ত্র, এইরূপ করতে করতে গঙ্গাযাত্রাটা হলেই ঢের হ'ল, আর সমুদ্র যাত্রায় কাজ নাই।

সাধু। কৈ সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা চলে যা'ক দেখি, দেখাচ্ছি কেমন আমরা বাণিজ্য করতে না পারি।

তিন। ঢের দেখেছি, সমুদ্র যাত্রাও আমার বাকি নাই। একবার গাঁজার খেয়ালে বিবাগী হয়ে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাওয়া গেছলো; চীনেম্যান, বর্‌মা, সুরতি মুসলমান, আরমাণি সাহেব সব কারবারি, সব দোকান সাজিয়ে বসে আছে। নোয়াখালি, চাটগা অঞ্চলের অসভ্য বাঙ্গালীরাও দুধটা দৈটারও কারবার ক'রে থাকে, আর আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়, মহাশয়! এখানে কি করেন? আজ্ঞে পোষ্ট আফিসে কর্ম্ম করি; মহাশয়! আজ্ঞে আমি রেলওয়েতে আছি; মহাশয়! আজ্ঞে আমি একজন মাড়োয়ারীর তরফে কাঠ চালান দিয়ে থাকি। ব্যবসাদারের মধ্যে জনকয়েক বাবু আছেন কথার বাণিজ্য করে থাকেন, শাম্‌লা মাথায় দিয়ে উকীলি (Present company always excepted) প্রেজেণ্ট কোম্পানী অল্‌ওয়েজ্ এক্‌সেপ্টেড্, মাফ কর সাধু বাবাজী।

দুলাল। আরে পাগল বিলাত গেলে যে সাহেবদের সংসর্গে বাণিজ্যে প্রবৃত্তি জন্মাবে।

তিন। কৈ বাবা নমুনায় তো আজ পর্য্যন্ত তার কিছু

পাওয়া যায়নি; সংসর্গ গুণে অনেক প্রবৃত্তি জন্মেছে, কিন্তু মহাজনি প্রবৃত্তি তো দেখতে পাইনে। দেখ, যা' করবে ক্রমে ক্রমে কর, একেবারে বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তোমরাও শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছ, আমিও শাস্ত্র কোট করছি দেখ।

উভয়ে। (Quote) কোট কর, (Quote) কোট কর।

তিন। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথা তো জান? সাগর পারে সীতার অন্বেষণ করতে হবে, কে যায়—বাঁদর-কুলতিলক হনুমান। কি করে যাওয়া হয়, না একেবারে লম্ফপ্রদানে। বাঁদুরে বুদ্ধি লাফ দিলেন, সাগর পারে গেলেন, সীতার খবরও আনলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও পুড়িয়ে এলেন। একে-বারে লাফ দেবার গুণ দেখ। আর দেব-বুদ্ধি রামচন্দ্র ব্যবস্থা করলেন যে আস্তে আস্তে সাঁকোটী বেঁধে ভদ্রলোকের মতন পার হও। লঙ্কা জয়, রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার; তারপর যে যার ঘরের ছেলে সোণারচাঁদের মতন ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে ফিরে এল, তাই বলি একেবারে লাফ মেরনা।

সাধু। শুধু দেশি বাণিজ্যতে ভাল রকম লক্ষ্মীশ্রী হয় না, দেশের ধন বৃদ্ধি করা চাই।

তিন। এই এক কথা শিখেছ কিনা, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? "তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—আচ্ছা লক্ষ্মীর একবারে কোটা বালাখানা করতে না পার, নেহাত হালফিল একখানা আটচালা মতন করে দাওনা বাবা। কৃষিকর্ম্ম তো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল তা চাষবাস করনা কেন। দেশ যুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তাত আর বিলাত থেকে মাথায় করে আনতে হবে না?

দুলাল। এইবার মামা ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে, আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছে।

মাখন। Trap in his own catch.

দুলাল। বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোত্থেকে? হাঁ হাঁ বাবা, মামা এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না।

তিন। বাবা, দেশে থেকে দাঁড়ি টানাটা রপ্ত করনা, তার পর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলাত ফিলাত যাবার কথা বোঝা যাবে। এই তো বাবা তুমি একজন দিগ্‌গজ জমীদার, একেবারে বিলাতি রকম না হয় নিজের এলেকাতে পয়লা পয়লা একটু দেশি রকম চাষ আরম্ভ কর দেখি, কেমন না ফল হয় দেখা যাক। এই তো বাবা বারমেসে দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। এ বছর কি? না বৃষ্টি হয়নি, সব শুকিয়ে গেল; এ বছর কি? না ভারি জল, সব হেজে গেল; যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখেনা।

মাখন। আসল কথাটা আবার কি?

তিন। বল দেখি, এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কা'র উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই, পরণে কৌপ্নী, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।

মাখন। চাষার উপর নয় তো কা'র উপর দিতে হবে?

সাধু। গাঁজাখোরের মতে বুঝি (L. L., B. L.) এল্, এল্, বি, এল্‌দের লাঙ্গলে যুতে দিতে হবে?

তিন। আগে চাষ করতো কারা? আমাদের মতন গৃহস্থরা, বড় বড় জমীদারেরাও নিজের ক্ষেত রাখতে অপমান বোধ করতো না; এখন যারা চাষি, তারা আমাদের কাছে মাইনে খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতো বইতো নয়; তাদের সাধ্য কি যে ধাক্কা সাম্‌লে খরচ করে জমীর পাট ক'রে নিজে আবাদ করে। এখন আমরা ইংরাজি পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আফিস যেতে শিখেছি; তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধমরা বলদটা নিয়ে খিধেয় মরে, জ্বরে কেঁপে যা দু'টী চারটী পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে ঢেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবেনা তো কি ধনে ধানে মাচা বোঝাই হবে?

সাধু। তবে মামা, তোমার মত কি ঘরে বসে বসে খালি গাঁজায় দম মারা?

তিন। আহা! স্বস্তি স্বস্তি, বাপরে তা যদি করতে পারিস তা' হ'লে আর তোদের ভাবনা কি।

মাখন। আচ্ছা তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চটা কেন?

তিন। কৈ, চটার কথা তো কিছু কইনে বাবা; প্রাণে বিশেষ সখ থাকে বা বেশী প্রয়োজন হয়, তুমি যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নাই; তবে আমার কথাটা হচ্ছে, যে এখনও ঢের কাজ আছে যে দেশে থেকেই করতে পার; আর নিতান্তই যদি যেতে হয়, তার জন্য এত মিটীং ফিটীং' বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে, বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও।

দুলাল। হাঁ তারপর ফিরে এলে তোমরা আমাদের এক-

ঘরে কর। এই আমারই কথা ধর, সমাজে একটা নাম আছে, বংশ মর্য্যাদা আছে, এখন মনে করলে আমি কত লোকের জাত রাখতে পারি নিতে পারি, আমার কি এক ঘরে হয়ে থাকা পোষায়।

তিন। বাপ দুলালচাঁদ! ঐ একঘরে সম্বন্ধে আমারও একটা ভারি ধোঁকা আছে; নেশা টেশা জমলে মাথাটা যখন স্থির হয়, তখন এক একবার ভাবি, যে লোকে বিলাত থেকে এলে আমরা তা'দের একঘরে করি, না তা'রা আপনারা একঘরে হয়? বাপ মা শিষ্টশান্ত ছেলেটীকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ খরচ করে, দুর্গানাম বোলে, ছেলেটীকে বিলাতে পাঠালেন, সখ—যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হয়ে আসবে। ও বাবা! ছেলে একবারে জাহাজ থেকে নামলেন ধুচনী মাথায় দে গ্যাড্‌ম্যাড করে। ভাত হ'ল ঘাস্‌কা বীচি, মোচা হ'ল কেলাকা ফুল; চলন বলন ঢং ঢাং সব বিপরীত, কাজেই ভেতোবাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়, "শৃঙ্গিণা দশহস্তেন, বাজিনা শতহস্তেন, গজেন সহস্রহস্তেন।" আর সাহেবেন বিশেষতঃ দেশি সাহেবেন লক্ষহস্তেন লক্ষহস্তেন, যত তফাৎ থাকে ততই ভাল।

দুলাল। কেন? ইদানীং অনেক আমাদের বাঙ্গালী তো বিলাত থেকে এসে দেশি চালে চলছে।

তিন। তা'রা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা, যাও একটু আধটু খোঁচ আছে সে ঐ আগে গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে বলে; একটা প্রায়শ্চিত্ত ফ্রায়শ্চিত্ত, দুটো একটা হিন্দুমতে ক্রিয়া কাণ্ড করলে সব চুকে যায়, কাল মহিমায় কোন বিষয়েই এখন

তত কড়াকড়ি নাই। তোমরা যে হিঁদুমতে যাওয়ার হুজুগ বাঁধিয়েছ, এতে সত্যি জাত রেখে যারাও যেত, তা'রাও পেছোবে; কে বাবা সাক্ষী সাবুদ রেখে কৈফিয়ৎ দেয়; আর হিঁদুয়ানির হাটে যেসব নেড়া গোঁড়া আছেন, লাভে হ'তে তাঁ'দের বাহচাল্লিটে বাড়বে।

সাধু। প্রায়শ্চিত্ত কি জন্য? পাপ করলে তো প্রায়শ্চিত্ত; লেখাপড়া শিখতে, আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে বিলাত গেছে তাতে আবার পাপ কি? হিঁদুশাস্ত্রের ঐ কতক-গুলো ভিটকিলেমি।

তিন। আচ্ছা মনে কর বাবা আমি এক রাত্রে ঘরে তেউড়ে মেউড়ে আছি, তিনকুলে তো কেউ নাই জানিস, তোরা মামা বলিস, দয়া করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলি, এটা সুকাজ না কুকাজ করলি?

সাধু। তোমার কেন, একটা রাস্তার লোকেরও সৎকার করলে সেটা সুকাজ বলতে হবে।

তিন। সুকাজ তো, কিন্তু পরে প্রকাশ হ'ল যে মুখ দিয়ে ছিটে দুই রক্ত উঠেছিল, সুতরাং শাস্ত্রমতে তারও একটা প্রায়-শ্চিত্ত করতে হবে, এই তো বাবা সুকাজেও প্রায়শ্চিত্ত আছে; এটী আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্য, যাকে (Hygienic rule) হাই-জিনিক্ রুল্ বল; তেমনি সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য, একটু সমা-জের মান রক্ষা। বলি বাবা, তোমাদের ইঞ্জিরি ক্লব ট্লবের রুল ভাঙ্গলে কি জরিমানাটা আসটা দাওনা?

দুলাল। ওসব ঝুট্ ঝুট্—শাস্ত্র (Nonsense) ননসেন্স।

তিন। কেন বাবা, গোরার মুখ থেকে ইঞ্জিরি করে বেরয়নি

বলে ; এই তো বাবা সাহেবরা বলেছে আর অমনি উত্তর শিয়রি শোয়ার নিষেধটা মানতে হচ্ছে। যারা অনেক দিন বিলাতে ছিল তাদেরই জিজ্ঞাসা কর বাবা শুনতে পাবে, সাহেবদেরও বিস্তর হাঁচি টিকটিকি আছে। আর বাবা বুড়ো ঋষিগুলো এত থামোকা লিখবে কেন ; কাগজও সস্তা ছিল না, ছাপাথানাও ছিল না, অর্দ্ধমূল্যে ঝুড়ি ঝুড়ি বইও বিক্রী হতো না, খবরের কাগজেও সমালোচনা হতো না, (Author) অথর্ বলে (Belvedere) বেল্‌ভেডিয়রে খানা খাবারও নিমন্ত্রণ হ'ত না, আর স্মৃতি শ্রুতিতে তত কিছু বেশী রকম বিরহ, প্রেম, দীর্ঘ-নিশ্বাসের ছড়াছড়িও ছিলনা, যে ঠাকুরুণরা খাটে শুয়ে পড়তে পড়তে গ্রন্থকারকে নবীন নটবর ঠাওরাবেন ; তবে তাদের এত মাথা ঘামাবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল ?

দুলাল। ও যাই বল আমরা বিলাত যাবই যাব।

তিন। যা' বাবা যা', এখনি যা' কে মানা করছে বাপ, কিন্তু ঐ বাহচাল্লিগুলো ছেড়ে দে মাথা খাস। এই যে বাবা বাণিজ্য বাণিজ্য রব তুলেছ, যারা যথার্থ বাণিজ্য করে—আমাদের হাট-খোলার বেলেঘাটার মহাজনদের কথাই বল, আর মাড়োয়ারী টাড়োয়ারীদের কথাই বল, তারা যখন বিলাতে বাণিজ্য করতে যা'বার সময় হয়েছে বুঝবে, তখন মিটীংও করবে না, লেক্‌চারও ঝাড়বে না, ঠিক আপনাদের বন্দোবস্ত করবে, চলে যাবে, গোলও করবে না, কাজও হাসিল হবে।

মাখন। সে সব তারা ইংরাজী জানেনা সভা সমিতির মানেই বুঝেনা ; সভা করে লেক্‌চার টেক্‌চার না দিলে কি কোন কাজ জমে।

তিন। ওঃ তাই কেন ভেঙ্গে বলনা; অত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন? সাফ বল তোমাদের একটা হুজুগ চাই। আপাততঃ অন্য হুজুগ মন্দা পড়ে এসেছে, তাই এইটে নিয়ে খেপেছ; তা' হ'লে বাবা এত মিছে বকে মচ্ছিলেম কেন? আর একটা কিছু নূতন না পেলে এ আগুণ তো তোদের নিভবে না, কর হুজুগ, কর হুজুগ, আমার মৌতাতের সময় হয়েছে চল্লেম।

[প্রস্থান।

মাখন। মামা একটা আস্ত পাগল!

সাধু। কিন্তু বড় (Impertinent) ইম্পার্‌টীনেণ্ট, মুখের উপর যা' তা' বলে।

দুলাল। কিন্তু লোকটা বড় শাদা, আর এ ছাড়া সকল কাজে চোরস্ত, হাপে দাপে আছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। বাবুজী, পণ্ডিতজী দপ্তরখানায় বসে আছেন, বল্লেন বিদায়ের জন্য বামুনরা সব উপস্থিত হয়েছেন, আপনি একবার আসুন; আমি গাইটা দুয়ে দিয়ে যাই।

দুলাল। হাঁ চল চল, এস মাখনবাবু, ব্যবস্থার কাগজ টাগজ-গুলো বের করে দেবে এস।

মাখন। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুলালবাবুর অন্তঃপুর।

(ন-বৌ, নিস্তারিণী ও মেজ-বৌ)

ন-বৌ। মাইরি মেজ ঠাকুরঝি! জাহাজের নাম শুনে ভাই আমার মাথা ঘুরেছে; সেবারে ওঁর সঙ্গে সাঁতরাগাছির রামসীতে দেখতে গিয়েই আমার যে অসুখ হয়েছিল, এ সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে গেলে আমি তো আর বাঁচব না।

নিস্তা। ন-বোয়ের ন্যাকাপনা দেখে গা জ্বলে যায়, ন-দা' তোকে বলেনি যে আমরা হিঁদুর মতন জাহাজে যাব, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে ঢেউ লাগবে না, জাহাজ দুলবে না। রামায়ণে পড়েছিস তো রামনামের মহিমাতে "শিলা জলে ভেসে যায়, বান্দরে সঙ্গীত গায়।" এতো একখানা জাহাজ বই নয়!

মেজ-বৌ। আমি ভাই ঠাকুরঝি দোলাদুলির ভয় কচ্ছিনে, আমাদের পাড়ার মাঠে চড়ক হতো, বের আগে ঢের নাগর-দোলায় চড়েছি, দোল খাওয়া আমার সওয়া আছে; আমি ভাবছি, জাহাজের কল চালাবে তো সব সাহেবে, পাছে ছোঁয়া ছুঁই হয় তা' হ'লে কি হবে! হাঁ মেজ ঠাকুরঝি, ঠাকুর জামাই তো সব যোগাড় করছে তার কিছু উপায় ঠাউরেছে?

নিস্তা। ওমা তা আর ঠাওরায়নি! একে তো তার নিজেরই অত নিষ্ঠে, তার ওপর তো আমার বদনামি আছে শুচিবাই; আমায় খুব জানে; আমায় বল্লে, কাপ্তেন সাহেবকে বলে জাহাজের খানিকটে জায়গা গোবর ছড়া দে টবে করা তুলসীগাছ দিয়ে ঘিরে রাখবে, সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না।

(গাহিতে গাহিতে কাঁসারিপিসীর প্রবেশ)

(গীত)

বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্নি মেয়ে তোরা।
বারমহলে শুনে এল আমাদের ওরা॥
শুনে চম্‌কে ওঠে গাটা, তোদের বুকের বলি পাটা,
পেটে পেটে ছিল কি লো সবার এত পোরা।
শুনলে যাদের নাম, ওমা গায়ে আসে ঘাম,
ছি ছি রাম রাম রাম;—
সেই সাহেবের বগল ধরে করবি ফেরা ঘোরা॥

নিস্তা। কি গো কাঁসারিপিসি! অত গরম কেন হয়েছে কি?

কাঁ-পি। হয়েছে কি, নেকি, জানেন না নাকি। ওমা কোথায় যাই কারে বলি, এ যে ঘোর কলি! মেয়েরা সব একেবারে ধিঙ্গি, হবেন ফিরিঙ্গি। নাকি জাহাজ চড়ে, ঘাগরা পরে, মুরগী মেরে, চল্লো সব কালাপানি, ওমা এ সব দেখবার আগে আমার চোখে পড়েনি ছানি। যেমন সব ভাতার হয়েছেন ভাল্লুক উল্লুক, মাগ নে চল্লেন মগের মুল্লুক।

নিস্তা। পিসী আমাদের পাগল, কোথায় কি একটা তুল্লে কিনা গোল। আসল কথা জানা নেই, তলিয়ে বোঝা নেই। শুন্‌লেন সাড়া তো নিলেন পাড়া।

কাঁ-পি। নে নে থাক থাক থাক; অমনি অমনি ঢেকে রাখ। করিসনেকো বাকচাতুরি, এখনই ভাঙবো হাটে জারিজুরি।

মেজ-বৌ। পিসী, আমাদের কি নাইকো ধরম নাইকো

নরম, না বুঝে না সুঝে কেন মিছে হচ্ছো গরম। যত স্থায় ভুট্ ভুট্ বিদ্যানিধি, বলে দেছে বেদের বিধি। সাহেব হ'লে হিঁদুর মতে, স্বর্গে যায় সোণার রথে। টোল খুলে সব পুথি পেড়ে, পুরাণ তন্ত্র নেড়ে চেড়ে, আসল বিদ্যে দেছে ঝেড়ে। যেমন সত্যি কালের তিথী ছিল বৃন্দাবন আর গয়া কাশী, বিলেত এখন তিথী হ'ল অর্থ বোঝ পিসী। লণ্ডনেতে মরলে যদি গঙ্গা পায়, গোর ফুড়ে সব রাতারাতি গোলোকেতে যায়।

সকলে। মরি হায় হায় হায়!

কাঁ-পি। ওমা কি আশ্চয্যি কি আশ্চয্যি! তারা আবার ভস্চায্যি! হিন্দুর তিথী ম্লেচ্ছর রাজ্যি! শাস্তরে বুঝি এই ব্যবস্থা, হতে পারে তোমার ভাতারের পয়সা সস্তা।

নিস্তা। হুঁ হুঁ পিসী, আমার দাদার নয়তো এমনি মান, হাত ধরা তাঁর হাতীবাগান। হামরাই হয়ে সব ছুটলো লোক, কাকেও কি গিল্তে দিলে ঢোঁক। যার যেমন পত্তি, তার তেমনি নৈবিত্তি। আর নিজে গেল নবদ্বীপ, গড় করলে ঢিপ্ ঢিপ্। ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা ঢাল্লে, বস্তা বস্তা ব্যবস্থা এনে এঁবো পোস্তা বসিয়ে ফেল্লে।

(গাহিতে গাহিতে নাপতিনীর প্রবেশ)

(গীত)

টুকটুকে তোর পা দুখানি আল্তা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক হবে (সে লো) থাকবে চেয়ে ঠায়
আগে চাই যতন পায়ে, সোণা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধরলো মনে (তবে লো) মুখের পানে চায় ॥

সোণেলা আঙুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি,
তুলি করে আল্‌তা দিলে বাহার খুলে যায় ;
ঘুরে ফিরে মনোচোরা লুটিয়ে পড়ে পায় ॥

ন-বৌ। ইস্‌! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, নাপতে বোয়ের দেখা পেলুম। এখন বড়লোক হয়েছিস, আমাদের তো আর মনে পড়ে না।

নাপ।—কত জান ছলা, দুখিনী অবলা,
নানা কথা বল তাই।
আছি চিরদাসী, চরণ পিয়াসী,
বড় কিসে হনু ভাই ?
দুখের পশরা, সদা শিরে ধরা,
বোয়ে বোয়ে হই সারা।
দীনভাবে দিন, যায় দিন দিন,
জানিনি বড়র ধারা ॥
আল্‌তা পরাতে, ফিরিতে পাড়াতে,
সারা বেলা যায় চলে।
না জ্বালিতে বাতী, ঘরে আসে পতি,
অলসেতে পড়ি ঢ'লে ॥

ন-বৌ।—বেশ, বেশ, বেশ, ছেড়ে যাই দেশ,
আর তো রবনা পুরে।
চরণ-রঞ্জন, হ'ল নিরঞ্জন,
বালাই চলিল দূরে ॥

নাপ।—বালাই বালাই, শত্রুমুখে ছাই,
থাক ঘর আলো করে।

অপরাধি হই, তোমা সবা বই,
তবে ক্ষমা কেবা করে॥
সিঁতের সিঁদুর, হবে নাকো দূর,
পতি যে অমর রবে।
বাড়িবে সোহাগ, নব অনুরাগ,
দাসী খুসী হবে তবে॥

কাঁ-পি। ওলো খুস্‌খুসুনি, ঝাগা ঘষুণি, তুই তো হবি খুসী, এদিকে ধনীরা যে সব মোড়ায় না বসে, ঘোড়ায় লাগাম কসে, চালাবে বিলিতি ঘুষি। কাণ কি ছিল না কাণে, না গিয়েছিলি কোন্‌খানে? শুনিসনি কি সব, পাড়ায় পড়েছে রব। চমক্ লেগেছে পীলেতে, চল্‌লো সব বিলেতে। ঘোঁট বসেছে মোড়ে মোড়ে, যাবেন সব জোড়ে জোড়ে। ভাতারগুলো বুদ্ধির ঢিবি, মেগেদের করবেন বিবি; তখন কি আর জুতোর ওপর আল্‌তা ঘষে দিবি? এই শোন নাপতিনি! আমি বলে রাখলেম আজ, বাবুনীরা বিবি হবে ফুরুবে তোদের কাজ।

নাপ।—আই আই মরি লাজে, কাণে যে কেমন বাজে,
এ কথাটা সত্যি নাকি দিদি?
বল মোরে মাথা খাও, কুল নাকি ছেড়ে যাও,
সাধিবে কি বাদ তবে বিধি?
অকূল সাগর পার, কুলমান থাকা ভার,
কুলনারী সেথা কিগো যায়?
ধরম সরম ভুলে, মুখের ঘোম্‌টা খুলে,
নারী সেথা মাংস মদ খায়!
মরি যেওনা যেওনা, ছি ছি ধরম খেওনা,
ধরে রাখ ঘরে নিজ পতি।

পুরুষ পাগল জাতি, নারী ধরমের সাথী,
পতিরে সুমতি দাও সতী॥
তাপিত নাপিত মেয়ে, মুখ তুলে দেখ চেয়ে,
অন্নে তার দিওনাকো ছাই।
নরম নরম পায়, ফোস্কা পাছে পড়ে যায়,
জুতো তায় পোরনাকো ভাই!

কাঁ-পি। হ্যাঁলো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। যেন দাশুরায়ের চেলা, ছড়া বল্লি মেলা। এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্যে, হয়েছেন সব হন্যে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচে না। আর কি মাথায় দেবেন ঘোম্‌টা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ানা খ্যামটা। টেবিলে বসে খাবেন খানা, বাগানে করবেন আনাগোনা। বাপ্ বাপ্ বাপ্! মেয়েমানুষের এত দাপ্, ছুঁলে পাপ, ছুঁলে পাপ। নে নে ছুঁড়ীরা যাবি যখন মানা তো মানবিনে, ভাল কথা তো শুনবিনে। সেই তো খোয়াবি ধম্ম, করিস আমার একটা কম্ম। আসবার সময় আমার জন্যে—ঐ যে কি মনে পড়েনা বালাই—হ্যাঁ হ্যাঁ আনিস বাক্স কতক দেশালাই।

নিস্তা। নাপতেবৌ শোন্, শোন কাঁসারিপিসী, আমার ভায়েরা তেমন নয়, যাবে বিলেতে, কিন্তু থাকবে আসল দিশি। ওগো কত ধম্মে মন কত ধম্মে মন, যেন সব সাক্ষাত সনাতন। থাকবে সব পূরো হিন্দু, জাত যাবেনা এক বিন্দু। কেমন মেজবৌ! আমি যা বলছি সত্যি কিনা তাই?

মে-বৌ। তা আবার জিজ্ঞেস্ করছো ভাই, যা বল্লে তা ঠিক ঠিক ঠিক, আমি চেয়েছিলেম নেক্‌লেশ্, বলে না না ধম্ম

যাবে পরতে হবে চিক্, ধর্ম্মের বেলা এঁদের জ্ঞান থাকেনা দিগ্বিদিক্।

কাঁ-পি। আচ্ছা তোদের কাছে তোদের ধর্ম্ম, কিন্তু জাহাজে চড়া কি মেয়ে মানুষের কর্ম্ম? জাহাজ হেল্‌বে দুল্‌বে টল্‌বে, কার গায়ে কে ঢল্‌বে, লোকে শুনলে কি বলবে, কে কত কথা তুলবে। তাকি প্রাণে সয়, গোল উঠবে রাজ্যিময়।

নাপ। ছি ছি লাজের কথা, তাকি হয়, তাকি হয়।

বোদ্বয়। আমাদেরও ঐটুকু ভয়, ঐটুকু ভয়।

কুলনারীগণ।— (গীত)

কেমন কেমন মরি করবে গা।
কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা॥
নাগর সাগরে যায়, সবে সাথে নিতে চায়,
সক থাকে যার যাক সে ভেসে, আমরা যাবনা।
তরী নাকি ভারি দোলে, কারগায়ে কে পড়ে ঢলে,
লাজে যে যাব মরে, আমার সবেনা লো তা—
অবাক হয়েছি শুনে, সই সরেনা রা॥

তৃতীয় দৃশ্য।

দুলালবাবুর সদর বাটীর প্রাঙ্গণ।

(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ)

প্র, ভ। ও সার্ব্বভৌম! এবারে আবার কি বন্দোবস্ত? চিরকাল তো আসি আর বিদায় লয়ে যাই, এ থামকা থামকা অপেক্ষা করিয়ে রাখলে কেন?

সার্ব্ব। বড় লোকের বাড়ী ঠিকানা কি, বোধ হয় বিদায়ের পূর্ব্বে কিছু ফলাহারের আয়োজন আছে।

দ্বি, ভ। তোমার মুণ্ড আহারের আয়োজন আছে, সার্ব্বভৌম কি বাতুল হলে নাকি? বৃথা কতকগুলো প্রলাপ বকছো। এখন সব নব্য বাবুরা কর্ত্তা, ফলাহার দূরে থাক, বিদায়ের পরিবর্ত্তে প্রহার না দিলেই রক্ষা।

প্র, ভ। প্রহার, সেকি! ব্রাহ্মণ সন্তানকে বাটীর মধ্যে প্রহার! এমনটা হতে পারে না! অবশ্যই পূজার বিদায় পাব; আমার প্রপিতামহ থেকে এঁদের খাতায় নাম লেখান রয়েছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা সব কোথায়?

সার্ব্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অভাব নাই, তবে দেওয়ানজী মহাশয়ের উপস্থিতি অভাবেই সকলে মহা ভাবিত হয়ে, কেহ কেহ দ্বারদেশে, কেহ কেহ প্রাঙ্গণে, এইরূপ নানা স্থানে অবস্থান কচ্ছেন; এক্ষণে আপনার উদয় হ'ল, আমাদের যথাযোগ্য বিদায় পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যাই।

দেও। এবার আর শুধু আমার একলার হাত নয়, বাবু আসছেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিদায় করবেন।

সকলে। কারণ—কারণ?

দেও। কারণ অবশ্যই আছে, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

সার্ব্ব। উত্তম উত্তম, যজ্ঞেশ্বর যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে

স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করবেন, তখন অবশ্যই কোন বিশেষ-রূপ বিদায়ের বন্দোবস্ত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ এব নাস্তি।

(দুলালচাঁদ ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ)

পণ্ডিত। (See see my Babu, all Brahmin mouth open, stand have) সি সি মাই বাবু, অল্ ব্রামিন্ মাউৎ ওপন্, ষ্ট্যাণ্ড হ্যাভ্, সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দুলাল। পণ্ডিতজী এখন যা' বলতে হয় এঁদের বলুন।

পণ্ডিত। (You tell, that good show) ইউ টেল্, দ্যাট্ গুড্ সো, তুমি বল্লেই ভাল দেখাবে (I as nothing know) আই য়্যাজ্ নাথিং নো, আমি যেন কিছু জানিনে।

সকলে। জয় হোক, বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করি যেন অজর অমর হন।

প্র, ভ। আহা দেখ একবার বাবুজীর কি রূপ!

চ, ভ। মরি মরি যেন কর্ত্তার ছাঁচে ঢেলে গড়েছে!

দ্বি, ভ। কি গজেন্দ্র বিনিন্দিত নধর গঠন!

সার্ব্ব। দেয়ানজীর প্রমুখাৎ শ্রুত হলেম, যে এবার বাবুজী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করবেন। ভালই হয়েছে, উত্তমই হয়েছে, আপনার পিতৃ পিতামহেরা অতি সুবন্দোবস্তই করে গেছেন, আপনা হতে তা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আমরা প্রত্যাশা করি।

দুলাল। বাবাদের আমলে যা ছিল তা ছিল, আমি এখন সে সব রাখছিনে, (Will) উইলে কতকগুলো বার্ষিক দেবার কথা আছে, দিতেই হবে, কিন্তু তোমাদের আমার একটী কাজ আগে করতে হবে।

সার্ব্ব। শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, একোদ্দিষ্ট আপনার যা করতে বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি, কি বল তর্কবাচস্পতি ?

দ্বি, ত। নিজ হস্তে খোলা কেটে।

দুলাল। তা নয়, তা নয়, সকলকে এক একটা সই করতে হবে।

সার্ব্ব। এ আর কি, এ আর কি, শুধু সই বইতো নয়, প্রয়োজন হয়, অনুমতি হ'লে আপনাকে জলসই পর্য্যন্ত করতে অসম্মত নহি।

দুলাল। না না, আমাদের সমুদ্রযাত্রা করতে হবে, তার একটা ব্যবস্থা চাই।

সার্ব্ব। এতো পড়েই রয়েছে, এর আর ব্যবস্থা কি ? যখন তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধওয়ালাদের অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা আছে তখন দানসাগর শ্রাদ্ধওয়ালাদের চরমকালে যে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হবে তার আর সন্দেহ কি ?

দুলাল। তা নয়, তা নয়, সমুদ্র গমনের ব্যবস্থা।

সার্ব্ব। লন লন, যার ব্যবস্থা প্রয়োজন লন, আর ব্যবস্থার রাজা ঐ তো স্বয়ং পণ্ডিতজী উপস্থিত রয়েছেন।

পণ্ডিত। সবাইকে বলুন (Who who sign arrangement letter) হু হু সাইন্ য়্যারেঞ্জমেণ্ট্ লেটার, যে যে ব্যবস্থাপত্রে সই করবে, (Ho he get farewell) হি হি গেট্ ফেয়ার্ওয়েল্, সেই সেই বিদায় পাবে।

দুলাল। পণ্ডিতজী কি বলছেন সবাই শুনছো, একটা ব্যবস্থাপত্রে সই করতে হবে, বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্র।

সার্ব্ব। আনেন কি ব্যবস্থাপত্র সই করে দিচ্ছি, বিলাতে পাঠিয়ে দিন, সেখানে ডাক যায় তো ?

পণ্ডিত। (Eye finger give, shut up tell) আই ফিঙ্গার্ গিভ্, সট্ অপ্ টেল্; চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলুন, নইলে এরা বুঝতে পারবে না।

দুলাল। কথাটা হচ্ছে কি, আমরা হিঁদুমতে বিলাত যাব, তোমাদের ব্যবস্থা দিতে হবে তাতে কোন দোষ নাই।

সার্ব্ব। কঠিন সমস্যা, কঠিন সমস্যা! কৈ আমি গঙ্গাস্তবের ভিতর তার তো কোন উল্লেখ দেখি না।

তৃ, ভ। মনসাপূজার মন্ত্রেও তো কৈ বিলাত এমন কোন কথাই নাই।

দ্বি, ভ। কি মনসাপূজা গঙ্গাস্তব বলছো, সমস্ত ব্রতমালা আমার কণ্ঠাগ্রে, তার মধ্যে তো বিলাত শব্দই প্রয়োগ নাই।

পণ্ডিত। (Tell) টেল্, বেদে (have) হ্যাভ্, মনুতে (have) হ্যাভ্।

দুলাল। বেদে আছে, মনুতে আছে, মনুকে চেন তো? একজন ভারি খোট্টা পণ্ডিত ছিল।

সার্ব্ব। সে খোট্টা ফোট্টার কথা আমরা শ্রবণ করতে চাইনা, কি রকম বিলাত যাত্রা, কি ব্যবস্থা, আমাদের সব ভেঙ্গেচুরে বলুন।

পণ্ডিত। (Yes, break break and tell) ইয়েস্ ব্রেক্ ব্রেক্ এণ্ড টেল্, ভেঙ্গেচুরেই বল।

দুলাল। বলি বেদ কটা ছিল তাতো জান?

সার্ব্ব। স্থিরোভব, স্থিরোভব, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চেরে বেদ, হ্যাঁ চারটী বেদ ছিল।

দুলাল। সেই বেদে আর মনুতে আর—আর—আর—

পণ্ডিত। শ্রুতিতে।

দুলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ সুরতিতে লেখা আছে যে বিলাত যাওয়ায় কোন পাপ নাই। বেদব্যাস, কালিদাস, ভীষ্মদ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, ধৃতরাষ্ট্র এরা সবাই বিলাত গিয়াছিলেন।

সার্ব্ব। বিলাত তো সাগর পারে, তা হনুমান তো সেইখানে গমন করেছিলেন, তা বাবুজী কি সেই পথ অবলম্বন করবেন মনস্থ করেছেন ?

সকলে। সাধু! সাধু!

দুলাল। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা জাহাজ ছেড়ে যাব, বিলাতের আসল নাম হচ্ছে লণ্ডন, তাতো জান ?

সার্ব্ব। সম্ভব সম্ভব, ভাল ভাল হাত-লণ্ঠন তো সব সেই-খান থেকেই আমদানী হয় ?

দুলাল। পণ্ডিতজী সেই কথাটা আপনি বলুন, আমার ভাল মনে আসছে না।

পণ্ডিত। (Very good, Very good, I tell, I tell) ভেরি গুড্, ভেরি গুড্, আই টেল্, আই টেল্; কি জান সার্ব্বভৌম! সেবারে এসিয়াটীক্ সুসাইটীর মিটিংএ বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে ঐ লণ্ডন, যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল, সীতাকে রামচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়াছিলেন।

সকলে। কিরূপ ? কিরূপ ?

পণ্ডিত। ঐ লণ্ডন হচ্চে (Thames) টেম্স্ নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপোবন তো জানই, তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন (Thames) টেম্স্ বলে।

সার্ব্ব। সম্ভব সম্ভব, কিষ্কিন্ধ্যা যে ঐখানটা বরাবর—তার আর সন্দেহ এব নাস্তি।

পণ্ডিত। আমাদের বাবুজী সেই বিলাত যাবেন, তোমাদের সেই ব্যবস্থাপত্রে সই দিতে হবে, যে বিলাত যাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত।

সকলে। কি বল সার্ব্বভৌম? কি বল তর্কচঞ্চু?

পণ্ডিত। (Tell, sign no give, farewell no get) টেল্, সাইন্ নো গিভ্, ফেয়ার্‌ওয়েল্ নো গেট্; সই না দিলে বিদায় পাবে না। (Annual stop) অ্যানুএল্ ষ্টপ্, বার্ষিক বন্ধ।

দুলাল। ও গুজ্ গুজ্ কচ্ছো কি সব? আমার কাছে সাফ্ কথা, সইটী দাও বার্ষিক নাও, বিদায় নাও, না হয় আমার বাড়ী এই পর্য্যন্ত।

সার্ব্ব। ও তর্কচঞ্চু, বিদায় যে একেবারে বন্ধর কথা বলছে?

তু, ভ। তাইতো তাইতো!

সার্ব্ব। এ বিষয়ে শুভঙ্কর কি লিখেছেন বাসায় গিয়ে একবার পুথীখানা দেখবার আবশুক করে না? আর বার্ষিক তো আমাদের বহুকাল হতে প্রাপ্যর মধ্যে হয়ে গেছে; এ ব্যবস্থার জন্ম অন্ন দক্ষিণার কিরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে?

পণ্ডিত। (That my burden tell a give) থ্যাট্ মাই বর্‌ডেন্ টেল্ এ গিভ্, সেটা আমার ভার বলে দিন।

দুলাল। সে পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে ধরে দেওয়া হয়েছে, ইনি যাকে যা ভাল বুঝবেন তাই দেবেন; এখন সই করবে কি না বল? আমার আর মিছে বক্‌বার সময় নাই।

তু, ভ। ও সার্ব্বভৌম! আর কচকচিতে কাজ নাই, যে যাবার উচ্ছন্ন যাবে আমাদের কি, একেতো আমাদের মত ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে, যা কিছু পাওনা গণ্ডা হয় ছাড় কেন, দাও এক একটা আঁচড়ে; আর শাস্ত্রেও তো আছে, "যস্মিন্ দেশে যদাচার" দেশ বুঝে আচার করবে। কৈ নিয়ে আসুন বাবু, কোথায় আপনার পত্র, আমরা সকলে সই করতে প্রস্তুত, কেমন গো সকলে—

সকলে। হ্যাঁ—না—হ্যাঁ, না, হ্যাঁ তা অবিশ্যি তা-তা—হ্যাঁ, না।

সার্ব্ব। নাও তর্কচঞ্চু তুমিই আগে।

তৃ, ভ। আরে কও কি সার্ব্বভৌম? তুমি থাকতে, তুমি থাকতে, না হয় বিদ্যে ফুটফুটই করনা।

চ, ভ। আরে বল ঐ স্থায় কচ্‌কচিকে।

সার্ব্ব। রেখে দাও তোমাদের গণ্ডগোল, এস, কোথা পত্র কৈ?

দুলাল। দেওয়ানজি!

দেও। আজ্ঞা, সেই ছাপন কাগজ তো? আমার হাতেই আছে, আসুন ঠাকুররা দস্তখৎ করুন।

পণ্ডিত। (One One) ওয়ান্ ওয়ান্, একে একে (round goods do not) রাউণ্ড্ গুডস্ ডু নট্, গোলমাল করোনা।

(সকলে সই করণান্তে বার্ষিক গ্রহণ)

(তর্কনিধির প্রবেশ)

তর্ক। বার্ষিক না কি জানি সব বাঁটা হইল? রও দেওয়ানের পোলা রও, বাণ্ডার বন্দ করিওনা, এহনও অধ্যাপক বিস্তর বাকি আছে, দ্যাহ দ্যাহ, আমার নাম দ্যাহ, হলধর তর্কনিধি, নিবাস সুবর্ণগ্রাম, জিলা বিক্রমপুর, বার্ষিক দুই মুদ্রা।

পণ্ডিত। আরে এস এস তর্কনিধি! এত বিলম্ব যে? বার্ষিক যে সব দেওয়া সাঙ্গ হ'ল প্রায়, (This East Bengal Brahmin, name Plough Catch, Discussion Jewel, very much opposite) দিস্ ইষ্ট বেঙ্গল ব্রামিন্, নেম্ প্লাউ ক্যাচ্, ডিস্কসন্ জুয়েল্, ভেরি মাচ্ অপোজিট্, বড় বিপক্ষ, (His signature must take be) হিজ্ সিগ্নেচর্ মাষ্ট টেক্ বি, ওঁর সই নিতেই হবে।

দুলাল। এস ঠাকুর! ঐ দেওয়ানজীর কাছে একখানা কাগজ আছে ঐটা সই করে বার্ষিক নিয়ে যাও।

দেও। এই যে এই যে।

তর্ক। কিসের কাগজ? স্বাক্ষর কিসের? এতো কোন বৎসর করিনা।

দুলাল। একটা শাদা কাগজে সই, একটা শাদা কাগজে সই।

তর্ক। শাদা কাগজে স্বাক্ষর কিরূপ? আমি অধ্যাপক বটি, নিবাস খায বিক্রমপুর। জেলার অতি সান্নিধ্যে, উকীল রোহিণীকান্তর বাস আনাগোরি গ্রামে, আইন কানুনের খবরও রেখে থাকি, শাদা কাগজে স্বাক্ষর অত্যন্ত বে-আইনী, কি লেখা আছে দেহি।

পণ্ডিত। (Paper show, paper show, he not see leave) পেপার শো, পেপার শো, হি নট্ সি লিভ্, না দেখে ছাড়বে না।

দুলাল। নাও দেওয়ানজী ছাপার কাগজটাই দেখাও, না সই করলে তো বিদায় পাবেন না।

দেও। এই দেখুন, এই ছাপা।

তর্ক। হঃ কি ল্যাখছেন; হিন্দু-হিন্দু-হিন্দুগতে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা—কারণ? গঙ্গাতীরে আর কি সৎকার অইতে দিবে না

কোম্পানি নাকি? শব-স্থাহ কি সমুদ্র যাত্রা করাইতে হইবে নাকি?

পণ্ডিত। আরে না হে তর্কনিধি! এ শব-দেহের যাত্রার কথা হচ্ছে না, এ হিন্দু সন্তানগণের সুস্থ শরীরে সমুদ্র যাবার ব্যবস্থা।

তর্ক। সুস্থ শরীরে গঙ্গাযাত্রারই আবশ্যক হয় না, তা সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন?

পণ্ডিত। হাঃ হাঃ হাঃ, (Leg round, leg round) লেগ রাউণ্ড, লেগ্ রাউণ্ড, পাগল পাগল; তা নয় তর্কনিধি! কথাটা হচ্ছে কি তোমায় স্পষ্ট বলি, শাস্ত্রসাগর মন্থন করে স্থির করা গিয়েছে যে, পোতারোহণে হিন্দুমতে সমুদ্র পথ দিয়া বিলাতাদি ম্লেচ্ছদেশ গমনে দোষ এব নাস্তি।

তর্ক। কেডা কইছে এমন শাস্ত্র? কোন্ পুথিতে এরূপ বেল্লিক তন্ত্রের ব্যবস্থা আছে?

দুলাল। বেদে আছে, বেদে আছে।

তর্ক। আরে রন বাবু, আপনি শূদ্র।

দুলাল। কায়স্থ কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়।

তর্ক। বেদে আপনার অধিকার কি? বেদের কি জানেন আপনি? মা কোমলা ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন বোগ করেন, আর পাচজন ব্রাহ্মণ সজ্জনকে প্রতিপালন করেন; বেদ শাস্ত্রাদির কথায় অনধিকার প্রবেশ করবোন্ না।

পণ্ডিত। (Babu stop, Babu stop, I make him addition) বাবু ষ্টপ্, বাবু ষ্টপ্, আই মেক্ হিম্ এডিসন্, আমি ওঁকে ঠিক করছি। তর্কনিধি! শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার কোনরূপ নিষেধ নাই, বরং স্মৃতি শ্রুতি আদিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তর্ক। আরে রাখেন আপনার স্মৃতি আর শ্রুতি, কলিযুগের কথা কন। আমাগোর ঘরে আমার প্রপিতামহের অস্ত লিখিত এমন সব পুথি আছে, যাহা কুত্রাপি পাইবার নয়, ইসে নামডাই হরণ হইছে না, কি এক পুথিতে আমি ত্থাখছি, স্পষ্ট উক্ত আছে—

"গোমাংস ভক্ষণং যজ্ঞো হয়মেধ স্তথৈবচ,
সমুদ্র যাত্রা চাণ্ডাল সংস্পৃষ্টান্নস্য ভোজনম্,
কলৌ সর্ব্বং নিষিদ্ধং স্যাৎ মহেশানি ন সংশয়ঃ,
কুম্ভীপাকে তু তৎকর্ত্তা নিবসেৎ কৃমিসঙ্কুলে।"

ইত্যর্থে—গোমাংস ভক্ষণ, হয়মেধ কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমুদ্র যাত্রা, চণ্ডালের অন্ন ভোজন, কলিযুগে এ সমস্ত নিষিদ্ধ। ইতি পার্ব্বতী প্রতি মহেশোবাচ, যে লঙ্ঘন করে তার কুম্ভী-পাক নরকে কৃমি মধ্যে বাস, ইথে সংশয় নাস্তি।

দুলাল। দেখ ঠাকুর, তোমার ও বাঙ্গালে শাস্তর আমি শুনতে চাইনি; সই কর্‌বে কিনা বল, সই করতো বিদায় পাবে, নয়তো পাবেনা, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্ক। কি! অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিমু তবে বিদায় পাইমু?

দুলাল। বড় বড় পণ্ডিতরা সব সই করে গেল, আর উনি এলেন কোথা ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে নূতন শাস্ত্র বের করতে, গামলা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হবার শাস্ত্র আছে, আর জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হবার শাস্ত্র নাই।

তর্ক। চারী চেপে বুরিগঙ্গায় পার হওন, বুরিগঙ্গার জল তো লবণাক্তও নয় আর কৃষ্ণবর্ণও নয়; আর পণ্ডিতজী আপনারে না প্রশ্ন করি, কোন্ কোন্ পণ্ডিত এরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিছে? তাদের শাস্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান নাই—

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রানি ব্যবতিষ্ঠন্তি যে নরা,
রৌরবে নরকে তে তু বসেয়ুঃ যুগসপ্তকম্ ।"

ধর্ম্মশাস্ত্র না জেনে ব্যবস্থা যে প্রদান করে, সপ্তযুগ তার রৌরব নরকে বাস হয় ।

সার্ব্ব। বলি ওহে তর্কনিধি, তুমিই ব্যবস্থা দিতে পার আর আমরা জানিনা, শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে—

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা বাসুকী-ভগিনীস্তথা ।
জরৎকারু-মুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে ॥"

সকলে। গরুড়—গরুড়—গরুড় ।

তর্ক। আরে তুমি বরই অর্ব্বাচীন ।

সার্ব্ব। আমরা অর্ব্বাচীন আর তুমিই বাচীন ।

দুলাল। না, বড় বড় পণ্ডিতরা ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন না, আর উনিই জানেন ।

তর্ক। শাস্ত্র-জ্ঞান থাকতে মিথ্যা ব্যবস্থা দিইছে, তার তো আর পরিত্রাণ নাই, শাস্ত্রকার কইছেন—

"জ্ঞাত্বাপি যো বদেন্মিথ্যা তস্য মূঢ়স্য যৎ কৃতং ।
সপ্তজন্ম ভবেস্তেন, বিষ্ঠাকীটৌ ন সংশয়ঃ ॥"

সে মহাপাতকী সাতজন্ম বিষ্ঠাকীট হয়ে বাস করবে ।

দুলাল। হাঁ, তারা বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ীর মাছি হবে : এখন কাগজে সই করে বিদায় নেবে না অমনি অমনি পথ দেখবে ?

তর্ক। এ অশাস্ত্রীয় স্বাক্ষর না করলে বিদায় পাইমু না ?

দুলাল। না ।

তর্ক। প্যাচ্ছাব করি তোমার স্বাক্ষরে, আর প্যাচ্ছাব করি

তোমার বিদায়ে, এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই; আমার বারী পূর্ব্ববঙ্গ, অত অর্থলোভ রাহিনা, লাঙ্গল তো আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, স্থাশে চাষ করে থাইমু; অর্থলোভ দেহায়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইয়ে রও।

দুলাল। দরওয়ান! দরওয়ান! এই বামুনকো নিকাল দেও।

পণ্ডিত। (Cold be, cold be) কোল্ড বি, কোল্ড বি, ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্।

তর্ক। কেরে পাপিষ্ঠ—দয়রান ঐছে, সেরুয়াবাদি ঠেকাইলে ব্রাহ্মণেরে অপমান করবা, ত্রিরাত্র যাবানা, ত্রিরাত্র যাবানা।

(অর্জ্জুনঠাকুরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কঁড় হইছন্তি? কঁড় হইছন্তি? দঙ্গা হইছি কাঁই; বঙ্গাড়া পণ্ডিত ঠাকুড় ক্রোধং নকুড়, ক্রোধং নকুড়; ব্রাহ্মণকুড় জন্মগ্রহণং অভিশাপ দানম্ নৈব কর্ত্তব্যং। ইয়া পণ্ডিতজী স্বয়ং উপস্থিত, বিদায়ং দীয়তাম্, বিদায়ং দীয়তাম্।

তর্ক। হঃ উরে মেবা পণ্ডিত আইছে, ইহারে স্বাক্ষর করাইয়ে ব্যবস্থা লয়ে লও।

অর্জ্জুন। কিং স্বাক্ষড়? কিং স্বাক্ষড়? গুটা টঙ্কা বিদায় বর্ষিক অছি, মিলিব আশীর্ব্বাদ কড়িকিড়ি চলি জিব।

তর্ক। আরে ও শুনছো কি কটকের পোলা, বাবুর পোলা বাবু বিলাত যাইবন, সমুদ্র পার হইবন, ম্লেচ্ছ সহবাস করবন, তোমার উৎকল শাস্ত্রে আছে নাকি? ব্যবস্থা দিবে? লও যত উরে মেরার ব্যবস্থা লইয়ে উৎসন্ন পথে যাও, নিপাৎ যাও, নিপাৎ যাও। প্যাচ্ছাব করি তোর বারীতে, প্যাচ্ছাব

করি তোর মুয়ে, প্যাচ্ছাব করি তোর টাহায়, মা কোমলা মস্তকে রহেন।

[প্রস্থান।

দুলাল। বাঙ্গাল বামুন ভারি পাজী, কি বলেন পণ্ডিতজী ওর পৈতে উলিয়ে ঘা কতক দেব নাকি? তা তো হিন্দুমতে পারা যায়।

ভট্টা। হাঁ হাঁ শাস্ত্রসঙ্গত—শাস্ত্রসঙ্গত।

পণ্ডিত। (Keep Keep) কিপ্ কিপ্, থাক্ থাক্, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।" (Low if high float, intelligent fly goose) লো ইফ্ হাই ফ্লোট্, ইন্টেলিজেন্ট ফ্লাই গুজ্, ও অর্জ্জুনঠাকুর! সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা দিতে হচ্ছে?

অর্জ্জুন। আপনঙ্কড় কঁড় কইহুন্তি? সমুদ্র পাড় হইকিড়ি কৌঠি জিব? পুরুষোত্তম—যাউ, যাউ, দোষ নাস্তি।

"পুরুষোত্তম সন্দর্শে ক্ষেত্রে চৈব ভূমাপতে।
সমুদ্র যাত্রা চাণ্ডালস্পৃষ্টান্নস্যাপি ভোজনম্॥
সুপ্রশস্তম্ সদা প্রোক্তং নৈব নিন্দম্ তথা বুধৈঃ।
জাতং পাপং ততো যস্মাৎ লীয়তে বিষ্ণু দর্শনাৎ॥"

ইতি শাস্ত্র বচনং—টীকাকার অর্থ কড়িছন্তি, সমুদ্রযাত্রা কুড়্, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং কুড়্, পরন্তু জগড়ন্নাথ বিদ্যমান। পুরুষোত্তম ঠাকুড় দড়শন যেঠি করিছন্তি, সেঠি পাপ ন বর্ত্ততে, জগড়ন্নাথ যে ঠাঁয়েড়, সে ঠাঁয়েড় সকল জাতেড় অন্ন খাও, আর জাহাজ চড়িকিড়ি সমুদ্র যাও।

সার্ব্ব। হাঁ হাঁ, এতো ঠিক হয়েছে, শাস্ত্রে তো স্পষ্টই ব্যবস্থা রয়েছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা যৎ পলায়ন্তি স জীবতি।"

ভট্টা। সচী—পতী।

দ্বি, ভ। তার আর মার নাই।

পণ্ডিত। (Good been, good been) গুড্ বিন্, গুড্ বিন্ ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে।

দুলাল। কি রকম? কি রকম?

পণ্ডিত। (Afterwards tell, afterwards tell) আফ্‌টার-ওয়ার্ডস্ টেল্, আফ্‌টারওয়ার্ডস্ টেল্, পরে বল্‌বো। অর্জ্জুনঠাকুর, ঐ ব্যবস্থাটা কাগজে লিখে তোমার নামটা দস্তখৎ করে দাও। দেওয়ানজী, অর্জ্জুনঠাকুরের বিদায় দাও। ওঁর এক টাকা করে লেখা আছে বুঝি, দুটো টাকা দাও, দুটো টাকা দাও।

দেও। এই যে এই যে।

অর্জ্জুন। রজা হও বাবুজী, রজা হও, পুরুষোত্তম মঙ্গল কড়ুন।

পণ্ডিত। (Hear Dulal Babu, business compromise be) হিয়ার্ দুলাল বাবু, বিজ্‌নেস্ কম্প্রোমাইস্ বি, কাজ রফা হয়েছে; আমার এত দিন এটা মনে হয়নি, হিন্দুর দেবতা জগন্নাথ তো সমুদ্রের ধারেই রয়েছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষও নাই। যদি কোন ফিকিরে জগন্নাথকে নিয়ে বিলাত যাওয়া যায়, তা' হ'লে আর কারুর কোন কথাটা কবার যো থাকবে না, যেখানে জগন্নাথ সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র।

দুলাল। বাহবা বাহবা! এ বেড়ে কথা, সময় মাফিক ঠিক লেগে যাবে; রসুন এর একটা কমিটি করছি, তাতে ঝাঁ (Resolution) রেজোলিউসন্ পাশ করে দিব, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বিলাত যাব, আর আর ঠাকুরের নানান নিচে, নানান ভিরকুটী, জগন্নাথ

সমুদ্রের ধারেই আছেন, যার তার ভাত খাচ্ছেন, তাঁর কখনও বিলাত গেলে জাত যাবেনা; আজই একটা (Branch) ব্রাঞ্চ সভার আয়োজন করা যাক আসুন, তার নাম রাখা যাবে "হিন্দু-ধর্ম্ম-মহা-বিস্তারিণী-গণ্ডগোল।"

পণ্ডিত। বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে, কেল্লা মার দিয়া, কেল্লা মার দিয়া—(Beat the Fort William, beat the Fort William) বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম্, বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম্।

পণ্ডিতগণ।— (গীত)

ঘন ঘন ঘন ঘন ঘনং।
বাবুদের বিলাত গমনং॥
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা, গৃহে মরণং।
আসছে সব বিধি নিতে, এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি যা বিধির পিতে, চৌদ্দ ভুবনং॥
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরামুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং॥
আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং;
জলযোগে নিশিযোগে দধি ভোজনং,
ইতি শাস্ত্র শাসনং॥

হ-য-ব-র-ল, জ-ড়-দ-গ-ব, চ-ট-ত-ক-প, সহর্ঘৈ,
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভূরি ভূরি শাস্ত্র বচনং।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ভো ভো স্মার্ত্ত শিরোমণি ন্যায়ভূষণম্,
যেন তেন প্রকারেণ (চাই) ধন ধন ধন ধন ধনং॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দুলালবাবুর বাটীর সম্মুখ।

(বালকবালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আর আমাদের সাহেব হবার বাকি কি।
বাবারা সব চল্লো বিলেত,
আমরা শিখিছি এই এ, বি, সি॥
ফুট্ ফাট্ গড়ের মাঠ, হ্যাট্ কোট্ পেণ্টুল আঁট,
চট্ করে চাঁদপালঘাট, টলে টলে চলেছি।
খেলে মুরগী ভাতে ভাত, আর যাবেনাকো জাত,
দাদারা সব খুদে সাহেব, দিদিমণি বিবিটী॥
জাহাজেতে করবো পূজো, ইংরিজি মা দশভুজো,
সাহেব কেষ্ট, সাহেব বিষ্ণু, বোম্ ভোলানাথ বিলিতি।
সাহেব হবো, হিঁদু রবো, বাবাদের কি বুজ্‌রুকি॥

প্রথম। বনেট পরা ঘাঘরা ঘেরা, মা জননী মোর,
সাজছে কেমন বেজা দাদা, বলনা বাবা তোর।

দ্বিতীয়। ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথায় খুচুনি,
আমার বাবার দেখিস যদি হাত পা খেঁচুনি।

তৃতীয়। আমার বাবা কিচ্ মিচ্ করে, আর বলেনা বোল দিশি,
আহ্লাদেতে যাচ্ছে চলে, বগলে ঝুল্‌ছে পিসি।

চতুর্থ। নূতন খুড়ী মাথায় ঝুড়ী হাতে মালার ঝুলি,
নামাবলি কেটে এঁটে করেছে কাঁচুলী।
বুড়ো খুড়োর দেখে শুনে লেগে গেছে ভাব,
যেন গোলাম কচ্ছে সেলাম, বলে বিবি সাব।

সকলে।— (গীত)

আয় আয়, সাহেব বিবি,
সাহেব বিবি খেলবো নূতন ধাঁজ।
লুকিয়ে ভাই পরেছি তাই, ইংরিজি এই সখের সাজ॥
দাদা যেন জন সাহেব, আমি যেন নেলী,
খেলবো না, (হুর্‌রে) "তেলি হাত পিছলে গেলি,"
সে খেলা খেলতে গেলে, কেমন লাগে লাজ।
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম গোঁড়াডুম্ সাজে,
ডান মৃদং ঘাগর বাজে,
ইক্‌ড়ী মিক্‌ড়ী চাম্‌চিক্‌ড়ী, চামে কাটা মজুমদার,
ছি ছি খেলবো না আর
হাল্কা খেলা, পল্কা নাচি আজ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

(পাকমারা ও বেদিনীর প্রবেশ)

(গীত)

ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা দেখি দায়।
তারে পায়না নাগাল সাত-নলায়॥
সে যে মানেনাকো পোষ, পাখী ছুঁলে করে ফোঁস,
ফুস করে উড়ে যায় সাড়া যদি পায়॥
মিছে আটাকাঠী করা, তাতে দেয়না সে ধরা,
বাণ মেরে প্রাণ বধতে হবে, আড়ে থেকে হায়॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টাউন হলের সম্মুখস্থ পথ।

(দুলালচাঁদ, মাখনলাল, সাধুরাম, পণ্ডিতজী ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ।)

সকলে।— (গীত)

পূজিতে গোরাচাঁদে আমরা করেছি এ জীবন পণ।
সাগর বাহিয়ে যাইছি ধাইয়ে,
গোরার দেশেতে তাই হে এখন॥

আহা মরি মরি কবে বিলেত দেখিব,
গোরাপদ পূজে, রজে গড়াগড়ি দিব,
গোরেতে গাড়িবে ঘণ্টা নাড়িবে,
চরণ পীড়নে সেথা হইলে মরণ ॥
ধপধপে বিবিগুলি দলে দলে দলে,
হাতে ধরে সাথে সবে নাচিবে গো 'বলে,'
রূপের মেলাতে তুফান খেলিবে,
যুড়াবে যুড়াবে এ পোড়া নয়ন ॥
হ্যাটে কোটে বুটে নটবর বেশে,
(আহা গোরার কিবা বুটের প্রহার)
যখন ফিরিব নেটিভের দেশে,
তরাসে স্বদেশী কাঁপিবে দেখিয়ে মূরতি ভীষণ ॥

মাথন। কেমন পণ্ডিতজী, হুজুগ কেমন জাঁকিয়ে উঠেছে? বাবুর কীর্ত্তি দেখে লোকে সব বলছে কি?

পণ্ডিত। বলবে আর কি, সব দেখে শুনে (Head round go) হেড্ রাউণ্ড্ গো, মাথা ঘুরে গেছে।

সাধু। কীর্ত্তি রেখে গেলেন, ধ্বজা উড়িয়ে গেলেন।

পণ্ডিত। (Flag Fly) ফ্ল্যাগ্ ফ্লাই।

দুলাল। আমি কে, আমি কে, আমাকে বাড়ান তোমাদের একটা রোগ।

পণ্ডিত। (No sickness, no sickness, all true) নো সিক্‌নেস্, নো সিক্‌নেস্, অল্ ট্রু।

সাধু। (True) ট্রু কি না কালকের (Daily Newsএ, a true Hindu) ডেলিনিউসে এ ট্রু হিন্দু, সই করা একটা (Correspondence) করেস্‌পণ্ডেন্স দেখতে পাবেন, শেষ বলবেন না যেন আমি লিখেছি।

দুলাল। গুজব খুব উঠে গেছে, কেমন ?

মাখন। হাটে—বাজারে—বাইরে ঐ কথাই কেবল। ও (Municipal) মিউনিসিপালই বলুন, (Leper Assylum) লেপার য়্যাসাইলম্, (Consent Bill) কন্‌সেণ্ট বিলই বলুন, পাঁচ সাত বছরের ভিতর যত কাজে হাত দেওয়া গেছে, কোন হুজুগ এমন জাঁকে নাই।

দুলাল। হুজুগ হুজুগ কর কেন ? ইংরাজী ক'রে Agita- tion) য়্যাজিটেসন্ বলতে পার না।

পণ্ডিত। (Yes, vegetation, vegetation tell) ইয়েস্ ভেজিটেসন্, ভেজিটেসন্ টেল্।

দুলাল। (Agitation) য়্যাজিটেসন্ না ক'রে তিনকড়ি মামার কথা শুনে অমনি আস্তে আস্তে বিলাতে চলে গেলে কি এত ধুমধাম পড়ে যেতো ? না আমার—আমার নাহোক, তোমাদের পাঁচ জনের নাম বেরুতো ?

মাখন। তার আর সন্দেহ কি ? কত রাজা রাজড়া তো হিন্দুমতে বিলাত গিয়েছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গামা পড়েছে ? এই সভা, এই মিটীং, এই (Lecture) লেক্‌চার, তর্ক- বিতর্ক, (Pamphlet) প্যাম্‌প্লেট্‌ ছাপন না করলে, কাজটার (Importance) ইম্পর্‌ট্যান্স বাড়তো না। (Byron) বাইরন্ বলেছেন (Full many a gems of purest ray syringe)

ফুল্ মেনি এ জেম্‌স্ অফ্ পিয়রেষ্ট রে সিরিঞ্জ, কত হীরে মাণিক অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, হুজুগ—এই (Agitation) য়্যাজিটেসন্ চাই (Agitation) য়্যাজিটেসন চাই।

সাধু। পুলিশে উকীলি করি বলে অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিষ্টারটা হয়ে আসছি।

মাখন। এডিটোরির তো একজামিন নাই, কোন বালাই নাই, তবে ফিরে এসে বাবু যেমন কাপড় চোপড় পরবেন, যে ধাঁজে চলবেন, আমিও ঠিক সেই রকম করবো, এতে আমাকে খোসামুদেই বলুন, আর যাই বলুন।

দুলাল। পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে গেলে বড় মজা হতো, চাই কি ওখান থেকে আপনাকে সিকাগো একজিবিসনে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

১ম। টিকিট মেরে।

পণ্ডিত। (No No, I catch fish, no touch water) নো নো, আই ক্যাচ্ ফিশ্, নো টচ্ ওয়াটার, ধরি মাছ না ছুঁই পানি। (Here remain, all business drive) হিয়ার্ রিমেন্, অল্ বিজ্‌নেস্ ড্রাইভ্, এইখানে থেকেই সব কাজ চালাব।

দুলাল। আপনার কোন কষ্ট হতোনা, শাস্ত্র থেকে যেমন যেমন ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমি তার সব আয়োজন ঠিক করছি। তালুক থেকে পাখমারা শিকারী সব আনিয়ে সুন্দরবনে পাঠিয়েছি, বনবরা, বন্তকুকুট, আর আর যত রকম হিঁদুপাখী আর জানোয়ার ধরে আনবে।

পণ্ডিত। (No No, I blessing do, you go) নো নো, আই ব্লেশিং ডু, ইউ গো; পাঁজিতে দেখা গেছে আজ

বড় শুভদিন "ক্রিস্‌মাস্‌" আশীর্ব্বাদ করছি দুর্গা বলে চলে যাও।

দুলাল। চল সব, যেমন আসা গেছে, তেমনি সংকীর্ত্তন করতে করতে একেবারে সব জাহাজে চল, আজ আমরা জাহাজ দেখতে যাব বলে কাপ্তেন সাহেব খুব ভাল করে জাহাজ টাহাজ সাজিয়ে সেখানে বল টলের উদ্যোগ করেছেন। হরি হরি বল—জাহাজেতে চল।

সকলে। হরি হরি বল—জাহাজেতে চল।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এই যে বাবাজীরা সব এইখানেই জমাট বেঁধেছ।

দুলাল। আর মামা! ঠকে গেলে, আমাদের সঙ্গেতো গেলে না, বিলাতে কত মজা দেখতে, যে সাহেববিবি দেখে এখানে সব ভয়ে কাঁপা যায়, সেই বিবি সেখানে জল গরম করে দেয়, সাহেবে জুতো বুরুষ করে।

তিন। তা বাবা তোরা যাচ্ছিস যা, বিবির গরম করা জলে আমার নাম করে একটা ডুব দিস, আমার আর গিয়ে কাজ নাই। মোদ্দাৎ বাবা তোরা দেশ ছেড়ে চল্লি, কিন্তু এখানে একটা বোধ হয় ভাল রকম হুজুগের শ্রাদ্ধ থাকবে, তোরা থাকবিনি মাতবে কে তাই ভাবছি।

দুলাল। সেকি! সেকি! কিসের হুজুগ মামা?

সকলে। কি মামা! কি মামা!

তিন। থাক্‌, যাত্রা করে বেরিয়েছিস, আর শুনে কাজ নাই বাবা।

দুলাল। না না মামা! না না মামা! কি হুজুগ শুনতেই হবে, বল?

মাখন। কিসের হুজুগ (Agitation) য়্যাজিটেসন্ হবে নাকি?

পণ্ডিত। (Tell double mother) টেল্ ডবল্ মাদার, মামা (tell) টেল্?

তিন। আজকের কাগজে দেখছিলেম, একটা সাহেব এক বেটা ভিখারীকে পুলিশে দিয়ে ছিল, মেজেষ্টর তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেই জন্ম সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবে, সাহেব কাগজওয়ালারাও কেউ কেউ তাই নিয়ে নাকি খুব লেগেছে; পুলিশও এদিক ওদিক দু'চারটে ভিখারী ধরা পাকড়া কচ্ছে, যে রকম গোড়াপত্তন, কাজটা জমালে জমতে পারে, কিন্তু তোরা যাচ্ছিস, জমায় কে তাই ভাবছি।

মাখন। আহা—হা! দিন কতক আগে এইটে হ'ত তা'হ'লে এটা শুদ্ধ জমিয়ে দিয়ে তার পর যাওয়া যেতো।

সাধু। বাস্তবিক ভিখারীরা বড় বদমায়েস, কথায় কথায় পাজি বেটা বেটীরা (Penal Code) পেনাল কোড অমান্ত করে; আমি আমার (Wife) ওয়াইফকে বলে দিয়েছি, ভিখারী এলেই ওষুধ হয়েছে বলে ফিরিয়ে দেয়।

পণ্ডিত। শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ভিক্ষা করতে নিষেধ আছে। চল চল, এখন যাত্রা কর, যাত্রা কর, (Do Opera, do opera)।

দুলাল। রসুন—রসুন, কথাটা বড় শক্ত দাড়াল, যখন সামনে একটা হুজুগের যোগাড় হচ্ছে, বিশেষত ভিখারী নিয়ে গোলযোগ, সুতরাং আমাদের দাতব্য সভার (Jurisdiction)

জুরিস্‌ডিক্সনের ভিতর এসে পড়েছে, এটা না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছে না।

সাধু, মাখম। সে কি! সে কি! বিলাত যাওয়া বন্ধ!

পণ্ডিত। একেবারে (Not go ?) নট্ গো ?

দুলাল। একেবারে নয়, আপাতত বন্ধ রাখতে হবে, আমরা চলে গেলে কথাটা নিভে যাবে, এখনই সভা করে ভিখারী-দম-নের (Agitation) য়্যাজিটেসন্ করতে হবে, বিশেষ সাহেবেরা এতে (Interested) ইণ্টারেস্‌টেড্; মাখনবাবু, সাধুবাবু, এখন বিলাত যাওয়া হলো না।

সাধু। অ্যাঁ! আমি ব্যারিষ্টার হতে পাবনা?

মাখন। তা বল্লে কি হয়, বাবু যা বলছেন ঠিক, এখনই বিলাত যেতেই হবে এমন তো কোন কথাই নাই, দেশে কোন হুজুগ—এই তোমার গিয়ে (Agitation) য়্যাজিটেসন্ করবার জিনিস ছিল না, তাই ঐ (Subject) সাব্‌জেক্ট নেওয়া গেছেল; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চলে, তা বলে হালফিল একটা হুজুগের ধুয়া পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায় না। (Shakespeare) সেক্সপিয়র বলেছেন—

"Remote from cities lived a swain,

Unvexed with all the cares of gain."

অর্থাৎ দেশে হুজুগ থাকতে বিলাত যাওয়া হতেই পারে না।

তিন। কেমন বাবা দুলালচাঁদ! গাঁজাখোর বলে তাচ্ছিল্য কর, খরচটা কেমন বাঁচিয়ে দিলেম দেখ; কোথায় যাবে বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পার, ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোফা কাজ

বাতলে দিলুম, তোমার ষষ্ঠীবাবুকে ডাক, লেক্‌চার ঝাড়াও, তালি বাজাও, বকেয়া সামিয়ানা আছে উঠানে টাঙ্গিয়ে দেদার সভা কর, আবার এটা ফুরুবে, দোসরা হুজুগ দিচ্ছি ; যখন মামা আছে, আর তার গাঁজার তল্লী আছে, তখন হুজুগের ভাবনা কি ? এখন যাই বাবা, আমার আবার টিপ্ টানবার সময় হয়ে এল।

[প্রস্থান।

দুলাল। দেশে হুজুগ থাকতে বিদেশে এখন যাওয়া হতেই পারে না।

মাখন। কোন মতেই না, কোন মতেই না, কথাটা হচ্ছে—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই।

সকলে।— (গীত)

আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই।
বিদেশে আর যাই কিরে ভাই,
দেশে যদি হুজুগ পাই ॥
দেশ হাজুগ আর মজুক,
আমরা বুঝি কেবল হুজুগ,
হুজুগ বিনে বুজরুকি আর চলবার চারা নাই ॥
মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,
শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটী জাহির ভাই।
মিলেছে নূতন হুজুগ, ঘুচেছে বিলেত যাওয়ার বাই ॥

[সকলের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল আলোকমালা-সজ্জিত অর্ণবযান।

(সাহেব ও বিবিগণ)

(গীত)

Farewell ! Farewell ! Gungajee !
We will sail across the sea.
Burah Burah Babu for our freight,
With their lily-face and belly weight ;
Ha ! Ha ! Ho ! Ho ! Hi ! Hi ! Hi !
Our Captain Brammin,
A genuine Kulin Brahmin,
All the crew
Are Hindu true ;
From Bo' S'n Jack to Peru Baboorchi ;
On Christmas Eve
With your leave
We 'll carry the Babus both He and She.

যবনিকা।